কুষ্টিয়ায় কৃষকের ধান কেটে দিল তাঁতীলীগ

কঠোর বিধিনিষেধে শ্রমিক ও অর্থ সংকটের কারণে জমির পাকা ধান কাটতে পারছিলেন না কুষ্টিয়ার কয়েকজন কৃষক। ক্ষেতেই ধান নষ্ট হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন ও সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ সেখানে ছুটে যান।

জেলা তাঁতী লীগের ২০ জন নেতাকর্মী নিয়ে শুক্রবার সকালে ক্ষেতের ধান কেটে মাড়াই করে দেওয়া হয়।

হঠাৎ করেই তাঁতী লীগ নেতাকর্মীদের কৃষকের ক্ষেতের ধান কাটতে দেখে প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন সচেতন মহলসহ স্থানীয়রা।

সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান গ্রামের কৃষক ফরজ আলীর দেড় বিঘা জমির ধানকাটা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে করোনাকালীন সময়ে দলীয় নেতাকর্মীদের কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তাঁতী লীগ। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় দল বেঁধে ধান কেটে কৃষকের ঘরে তুলে দিলাম।

কৃষক ফরজ আলী জানান, নিজের দেড় বিঘা জমিতে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটাবো কিন্তু সে অবস্থা আমার ছিলো না। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি নিয়ে সংসার আমার। কষ্ট করে ধানের আবাদ করেছি। যাতে করে সারা বছর এ ধান থেকে চাল করে ভাত খেতে পারি। কিন্তু করোনাকালীন সময়ে অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারনে ধান কাটতে পারিনি। আজকে তাঁতী লীগের নেতাকর্মীরা আমার জমির ধান কেটে দেওয়ায় আমি ভীষণ খুশী।

এসময় জেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুল ইসলাম বকুল, উপ-দপ্তর সম্পাদক হাশেম আলী খান, সদস্য হেলাল উদ্দিন, মিরপুর উপজেলা তাঁতী লীগের সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল আলীসহ বিভিন্ন পযার্য়ের নেতাকর্মীরা এ ধানকাটা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ী নিহত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মুলাম সর্দাার (৩৬) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের তালবাড়ীয়া রানাখড়িয়া জ্যোতি ফিলিং স্টেশনের সামনে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।

নিহত মুলাম সর্দার মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া হাইস্কুল এলাকার বাসিন্দা এবং সে তালবাড়ীয়া বালির ঘাটের বালি ব্যবসায়ী ছিলেন।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, তালবাড়ীয়া বালির ঘাট থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন মুলাম সর্দার। জ্যোতি ফিলিং স্টেশনের সামনে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলেন ডিসি

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে বেকায়দায় পড়া কুষ্টিয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়া শেখ কামাল স্টেডিয়াম মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে ১২০ জন মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন জেলা

প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল থেকে প্রত্যেককে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল ও ১ লিটার করে সয়াবিন তেল দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মৃণাল কান্তি দে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ওবায়দুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বেদে সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও কর্মহীন হয়ে পড়া ১২০ পরিবারের সদস্যদের মাঝে এসব বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের নেতা- কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশের এএসআইসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

এর মধ্যে রাশেদুল হক (৩৫) নামে এক ব্যক্তি হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

বুধবার সকালের দিকে উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়নের শালঘরমধুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শটগানের ১৫টি ফাঁকা গুলি করে। এ সময় অন্তত ১০ জনকে আটক করা হয়। বর্তমানে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ফরিদ হোসেন, শালঘরমধুয়া গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮) ও আতিয়া শেখের ছেলে রাশেদুল হক (৩৫)। আহত ব্যক্তিরা সবাই কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে শালঘরমধুয়া এলাকায় আওয়ামী লীগ দলীয় আলী হোসেন ও তোফাজ্জেল হোসেন পক্ষের সঙ্গে জাফর ও লিটন পক্ষের বিরোধ চলছে। এলাকায় প্রভাব ও আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে ৪ এপ্রিল জাফরের সমর্থক আরিফ হোসেন তোফাজ্জেলের এলাকায় রোগী দেখতে যান। এ সময় চোর গুজব তুলে আরিফকে বেধড়ক মারধর করে প্রতিপক্ষরা।

এ নিয়ে দুই দিন পর ৬ এপ্রিল উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে জাফর পক্ষের মুকুল ও তোফাজ্জেল পক্ষের ওয়াদুদ আহত হন। এ ছাড়া উভয় পক্ষের ১৫ থেকে ২০টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ থানায় মামলা করে এবং আসামিরা জামিনে ছাড়া পান।

জামিন নিয়ে এসে কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে আবারও উত্তেজনা চলছিল। আজ সকালে তোফাজ্জেল পক্ষের সমর্থকেরা জাফর পক্ষের ফারুক, রাশেদুলসহ অন্যদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন বাধা দেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে। সংঘর্ষে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আকুল উদ্দীন বলেন, রাশেদুল হকের বাঁ হাতে গুলি লেগেছে, সেটা বের হয়নি। অস্ত্রোপচার করাতে বলা হয়েছে। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত। কী ধরনের গুলি, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এই চিকিৎসক আরও বলেন, ‘বুলেট না রাবের বুলেট সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।’

কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিব হাসান বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের দীর্ঘদিন বিরোধ চলছে। এ নিয়ে থানায় দুটি মামলা রয়েছে। সকালে হঠাৎ দুই পক্ষ ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করে এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

একপর্যায়ে ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। পুলিশসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

রয়েছে।

একজন গুলিবিদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, সংঘর্ষের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ সদস্যরা দুটি বিলের মধ্যে চলে যান। গুলিবিদ্ধ কীভাবে হলেন জানা নেই।

কুষ্টিয়ায় তৃতীয় লিঙ্গের দু’গ্রুপের বিরোধ মেটালেন চেয়ারম্যান

কুষ্টিয়ায় তৃতীয় লিঙ্গের দুই গ্রুপে বিরোধ হয়েছে। পাল্টাপাল্টি অভিযোগ নিয়ে থানায় জড়ো হয় তারা। পরে সমঝোতা হয়েছে থানায়। পুলিশ বলেছে, পাল্টাপাল্টি অভিযোগের ভিত্তিতে ডাকা হয় তাদের।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১টায় সেখানে জড়ো হওয়া দুই শতাধিক তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের মিলিয়ে দিয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যান।

মিরপুর থানার (ওসি) গোলাম মোস্তফা বলেন, সম্প্রতি কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়। এর মধ্যে নয়ন তারা নামে একজন তার দলবল নিয়ে কিছুদিন আগে অন্য গ্রুপে মিশে যায়। তৃতীয় লিঙ্গের নাহিদ অভিযোগ করেন, তারা শক্তিশালী হয়ে আমাদের এলাকায় টিকতে দিচ্ছে না, বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করেছে। তারপর ওরাই আবার থানায় অভিযোগ করেছে। শেষ পর্যন্ত আমরাও থানায় অভিযোগ করি।

দুই গ্রুপের মধ্যে অর্থ আদায়ের জন্য এলাকার দখল নিয়েও দ্বন্দ্ব রয়েছে। এসব নিয়ে কথা বলার জন্য মঙ্গলবার দুপুরে মিরপুর থানায় দুই পক্ষকেই আসতে বলে পুলিশ।

থানায় দুই শতাধিক তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ জড়ো হলে সেখানে আসেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।
তাদের দুই পক্ষের নেতাদের কথা শুনে এলাকা ভাগাভাগি করে দেন। মিলিয়ে দেন দুই পক্ষকেই। দুই পক্ষই খুশি হয়েছেন।

তারা আর কোনো বিরোধে জড়াবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন মিরপুর থানার (ওসি) গোলাম মোস্তফা।

এক চড়ে পদ হারালেন ইবি’র শিক্ষক

ক্যাম্পাসের গাছ থেকে আম পাড়ায় এক শিক্ষার্থীকে থাপ্পড় দেয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সহকারী প্রক্টর আরিফুল ইসলামকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম তাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) আতাউর রহমান বলেন, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক আরিফুল ইসলামকে সহকারী প্রক্টর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ভিসি স্যার ড. শেখ আবদুস সালাম। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ ও প্রক্টরিয়াল বডির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী হাসান আলী তার স্ত্রীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসেন।

এসময় গাছ থেকে কয়েকটি আম পাড়ায় সেখানে উপস্থিত সহকারী প্রক্টর আরিফুল ইসলামের সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তিনি ওই শিক্ষার্থীকে চড় মারেন। পরে তাকে ও তার স্ত্রীকে আবাসিক হলে আটকে রেখে এক ঘণ্টা পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ওইদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগপত্রে সহকারী প্রক্টর আরিফ কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছনার বিষয়টি তুলে ধরে ধরেন। পরে অভিযোগ প্রতিবেদন আকারে উপাচার্যের কাছে প্রেরণ করা হলে উপাচার্য অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

দেন।

কুষ্টিয়ায় করোনায় নতুন আক্রান্ত ৩৯ জন, ২ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় নতুন করোনা আক্রান্ত ৩৯ জন। মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে গেল ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা হওয়া নমুনা অনুসারে এই তথ্য জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

জেলায় গেল ২৪ ঘণ্টায় সাম্প্রতিক সময়ের সর্বোচ্চ শনাক্ত হয়েছে। রোববার ১১৭ টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩৯ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজেটিভ এসেছে।

গত ২ এপ্রিল সাম্প্রতিক সময়ের সর্বোচ্চ আক্রান্ত ছিলো ৩৫ জন। নতুন আক্রাতদের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরে ৩৩ জন, ভেড়ামারায় ২ জন, মিরপুরে ১ জন ও খোকসায় ৩ জন। এছাড়া, কুমারখালি ও দৌলতপুরে গেল ২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত হয়নি। কুষ্টিয়ায় বর্তমানে মোট আক্রান্ত আছেন ২৮৯ জন। এযাবৎ আক্রান্ত ৪ হাজার ৩শ ৪৬ জন।

কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সানোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শন দপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে কলেজ অধ্যক্ষকে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. ফয়জুল করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সানোয়ার হোসেন যে অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাতে হবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের বরাতে এতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষক সানোয়ার হোসেন তার ছাত্রের মায়ের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক ও অশালীন আচরণ করেন। একপর্যায়ে তার মা এবং বোনকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে আহত করেন।

এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়ায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ

কুষ্টিয়ায় কিশোর-কিশোরী ক্লাবের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।
দুর্নীতি আর অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে লুটপাটে মেতেছেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নূরে সফুরা ফেরদৌস। যতই দিন যাচ্ছে ততই অভিযোগের পাল্লা ভারি হচ্ছে এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।
কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্য ও সংশ্লিষ্টদের জন্য বরাদ্দকৃত নাস্তার এক তৃতীয়াংশ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর একাজের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কিশোর-কিশোরী ক্লাবের জেন্ডার প্রমোটর রাকিবুল হাসানসহ অন্যান্য ফিল্ড সুপার ভাইজজারে। অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে লুটপাট চালিয়ে গেলেও দেখার কেউ নেই।

জানাগেছে, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই সব কিশোর-কিশোরী ক্লাবের নাস্তা বাবদ সরকার অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছেন।
বরাদ্দ অনুযায়ী, প্রতিটি ক্লাবে ৩০ জনের নাস্তা বাবদ জনপ্রতি ৩৫ টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও ১০ থেকে ১৫ টাকার নাস্তা সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতি মাসে উপজেলার এসব ক্লাবে ৮দিনে তিন হাজার ১২০ জনের মোট ১লাখ ৯ হাজার ২০০টাকা মাসিক বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্ত নামে মাত্র বরাদ্দের অংশ খরচ করে জেন্ডার প্রমোটর রাকিবুল হাসান ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নূরে সফুরা ফেরদৌসের পকেটে যাচ্ছে। এতে করে সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে সুবিধা ভুগিরা।
গত শুক্র ও শনিবার কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বেশ কয়েকটি ক্লাবে সরেজমিন এসব তথ্যের সত্যতা মিলেছে। ৩৫ টাকার স্থলে মাত্র ১২-১৫ টাকার নাস্তা সরবরাহ করা হচ্ছে। এবং ৩০ জনের স্থলে মাত্র ৫-১০ জন উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে বরাদ্দ দিয়েই বাকী টাকা আত্মসাৎ করছে।
হাটশহরিপুর ইউনিয়নের দি ওল্ড হাইস্কুলের কেন্দ্রে গেলে দেখা যায়, সেখানে ৩০ জন উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও আছে মাত্র ৮ জন। তাদের ডিম, লাড্ডু ও পাউরুটি নাস্তা দেওয়া হয়েছে। এই নাস্তার মুল্য ১৫ টাকার বেশি নয়, এছাড়াও ৮ জনকে নাস্তা দিলেও ৩০জনের বিল উত্তোলন করা হয়।
বটতৈল ইউনিয়নের সঙ্গীতশিল্পী মৌলি জানান, গত শুক্রবার ৩০ জনের স্থলে মাত্র একজন শিক্ষার্থী এসেছিল। তবে নাস্তায় কি দেওয়া হয়েছে সেটাও কিশোর-কিশোরী ক্লাবের জেন্ডার প্রমোটর রাকিবুল হাসান জানেন বলে জানান তিনি।
আইলচারা ইউনিয়নের আবৃত্তি শিক্ষক নওরীন নেহা জানান, ১০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিতত হয়ে ছিলেন। নাস্তা কেবলমাত্র এই উপস্থিত ১০জনকেই দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সকলকে মাস্ক দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।
পাটিকাবাড়ি ইউনিয়নের আবৃত্তি শিক্ষক ফারজানা পারভীন জানান, আমি মাতৃত্বকালীন ছুটিয়ে আছি অনেকদিন। তবে আমার স্থানে বিউটি নামের একজনকে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া ছিলো। কিন্তু সে ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।
আলামপুর ইউনিয়নের আবৃত্তি শিক্ষক স্নিগ্ধা আফরিন জানান, ১০জনকে ডিম পাউরুটি ও লাড্ডু দিয়ে নাস্তা দেওয়া হয়েছে।
এখানকার এক শিক্ষার্থী জানান, আমাদেরকে ১০ থেকে ১৫ টাকার নাস্তা

দেয়া হয়। করোনার সময় নাকি হ্যান্ড সেনিটাইজার এবং মাস্ক দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেয়া হয়নি। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, মাঝে মাঝে নাস্তা দেয়া হয়না।
এসব বিষয়ে দায়িত্বরত শিক্ষকরা জানান, প্রতিটি ক্লাসে ৩০ জন ছেলে এবং মেয়ে থাকার কথা থাকলেও নামে মাত্র কিছু কিছু কিশোর-কিশোরীরা এখানে আসে। তবে প্রতিদিনের এই নাস্তার টাকা বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে জেন্ডার প্রমোটর রাকিবুল হাসানই বিষয়টি জানেন।
তবে এসব বিষয় নিয়ে জেন্ডার প্রমোটর রাকিবুল হাসান কোন কথা বলতে রাজি হনন। তিনি জানান, বিষয়টি আমাদের জেলার ডিডি ম্যাডাম দেখছেন। কোন কোন ক্লাবে শিক্ষার্থী উপস্থিত না থাকলেও সেই বরাদ্দের টাকা নয়ছয় করে সরকারের এমন উন্নয়ন ভাবনা ম্লান করতে এই কর্মকর্তাকেই দুষছেন সংশ্লিষ্টরা।
এ বিষয়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নূরে সফুরা ফেরদৌস এর সাথে কথা হলে তিনি বলেন, ৩০ জনের জন্যই নাস্তা কিনতে হয়, কিন্তু অনেক সময় ২০-২৫ জন উপস্থিত হয়। যারা উপস্থিত হয়না তাদের নাস্তা অন্যরা খেয়ে নেয়।
তিনি আরও বলেন, নিয়ম অনুযায়ী নাস্তা দেয়া হচ্ছে। বিল নিতে গেলে হিসার রক্ষণ অফিসে টাকা ঘুষ দিতে হয় এছাড়াও অনেক খরচ তো আছেই। উল্লেখ্য, “শেখ হাসিনার উন্নয়ন, কৈশোরের জাগরণ” এই প্রতিপাদ্যের বিষয়ে সারাদেশে ২৪ নভেম্বর ২০১৯ ইং থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলায় দুজন করে ফিল্ড সুপারভাইজার, তিনজন করে জেন্ডার প্রমোটার, এবং প্রতিটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার জন্য সঙ্গীত শিক্ষক ও আবৃত্তি শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের, ব্যবসায়ীকে

কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সিদ্দিক আলী মন্ডল (৪৫) নামের এক সবজি ব্যবসায়ীকে হত্যা করেছে।

কয়েকজন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে এ হত্যার অভিযোগ ওঠে।

সোমবার সন্ধ্যায় মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নের পাহাড়পুর-লক্ষিপুর প্রি-ক্যাডেট স্কুলের সন্নিকটে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সিদ্দিক আলী মন্ডল ওই এলাকার মৃত ফেরত আলী মন্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকেলে বাড়ির জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধে বাকবিতণ্ডা হয় প্রতিবেশী পাড়ারপুর লক্ষিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাড়ার মৃত বিল্লাল হোসেনের ছেলে গফুর, সালাউদ্দিন, জলিল ও খলিলের সাথে। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে তারা দেশীয় ধারালো অস্ত্র (রামদা) দিয়ে কুপিয়ে জখম করে সিদ্দিক আলী মন্ডলকে।

গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।